গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
Fax: 880-2-9576538, Web : www.most.gov.bd

বিষয় : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনসিএসটি) এর ২৩তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ৩ নভেম্বর ২০১৬, সকাল ১১.০০টা
স্থান : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে এবং এই জাতি ছোট্ট একটি মোবাইল ফোন দিয়ে শুরু করেছিল, এখন সেটি অনেক উচ্চতায় পৌঁছেছে। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্মরণ করে বলেন, দেশ ও জাতি যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তবেই বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এ প্রসঙ্গে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এই দেশকে পৃথিবীতে একটি রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; এখন পৃথিবীর অনেক দেশই বিস্ময় প্রকাশ করছে এবং আমাদের মডেলকে সাদরে গ্রহণ করছে।

২। ECNCST এর সদস্য-সচিব ও সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমন্বয় এই কমিটির দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তা জানা থাকলে এই কমিটির পক্ষে সমন্বয় সহজ হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে এই মন্ত্রণালয় ওয়াকিবহাল থাকবে।

৩। অতঃপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র) আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিটি বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	গত ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২ তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	২২ তম সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, সভাটি অনেক আগে হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে আমরা অনেকেই জ্ঞাত নই। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, সভাটিতে উপস্থিত ছিলাম এবং কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরের পর সদস্যদের প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) ২২ তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। (খ) পূর্ববর্তী সভার ৩ মাসের অধিক বিলম্বে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হলে সভার নোটিশের সঙ্গে কার্যবিবরণীও প্রেরণ করা হবে। (গ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের পর ১ সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

চলমান পাতা-২

২	২২ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি (ক) BCSIR কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন	সভায় স্বল্পমূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ে BCSIR-এর চেয়ারম্যান বলেন, BCSIR যে পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে তাতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের খরচ পড়বে ৮.৩৮ টাকা, যা অন্যান্য পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে কম। তিনি আরও বলেন, BCSIR উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ব্যাটারীর প্রয়োজন হবে না। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, সোলার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অনেক বেশী কিন্তু বিসিএসআইআর এর ক্ষেত্রে এটি অনেক কম উল্লেখ করা হয়েছে । বিষয়টি আরো পরীক্ষ নীরিক্ষা করা প্রয়োজন । এই পদ্ধতি ল্যাবরেটরির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। বিদ্যুৎ সচিব বলেন, বাণিজ্যিকভিত্তিতে এই বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	(ক) BCSIR উদ্ভাবিত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে। (খ) অন্যান্য পদ্ধতিতে উৎপাদিত খরচের চেয়ে এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত খরচ কম হলে তা দ্রুত সর্বত্র সম্প্রসারণ করা হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর
	(খ) প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে ICT প্রশিক্ষণ প্রদান	সভাপতি বলেন, People With Disable আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের বিজ্ঞান তথা কম্পিউটার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জানান, ৪৭১ জন উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতি বছর ১ জানুয়ারিতে আমরা চাকুরি মেলা আয়োজন করে থাকি । কমিটির সদস্য সচিব বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকেও অনুরূপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যের প্রয়োজন ।	(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিসিসি থেকে প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ অব্যহত রাখা হবে।	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/সচিব, আইসিটি বিভাগ / নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	(গ) ই-বর্জ্য/মোবাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	ই-বর্জ্য/মোবাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নেই। আইসিটি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তফা জব্বার বলেন, আইসিটি বর্জ্য যেভাবে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে তা খুবই উদ্বেগের বিষয়।তিনি বলেন, আইসিটি বর্জ্যের মধ্যে এমন উপাদান আছে যা মানব দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করা না হলে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি নীতি প্রণয়ন করার কথা ছিল, যা এখনও হয়নি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিটি কর্পোরেশনের কাজ। এটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কাজ না হলেও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাজ; দুঃখজনক হলেও নীতিমালা এখনও প্রণীত হয়নি। এই নীতি দ্রুত প্রণয়ন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভার সভাপতি এই নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে বিশেষ	(খ) ইসিএনসিএসটি সভার অন্তত ৭দিন পূর্বে সিদ্ধান্তসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতি সংগ্রহ করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ক) আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ই-বর্জ্য ও মোবাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দ্রুত একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে।	(খ) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সচিব, আইসিটি বিভাগ

		তাগিদ প্রদান করেন। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সময় নির্ধারণ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন।		
৩.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি) ৭ম সভার অগ্রগতি			
	(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন হাওর ও জলাভূমির উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণামূলক প্রকল্প।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র) সভাকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem including Development of wetland Inventory and Wetland Management Framework শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।	প্রকল্পটির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র)/উপসচিব (অধিশাখা-৯)
	(খ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র) সভাকে জানান যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মতে ৫১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৩১ টি বেসরকারি ব্যাংকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর-এর স্বাক্ষরে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়, কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন, পত্রটি মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা শ্রেয়তর হতো। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সম্ভাব্য দাতা প্রতিষ্ঠানদের নিয়ে একটি সভা আয়োজনের প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব বলেন, সিড মানির জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সদস্য সচিব বলেন, এ খাতে অর্থ বিভাগ থেকে ৪(চার) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং এই অর্থদ্বারা উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করা। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য উক্ত অনুরোধ করা হয়েছিল। সভাপতি বলেন, বিজ্ঞান শাখায় অধ্যয়নে আগ্রহী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে-এ বিষয়ে ভারত, শ্রীলংকাসহ পার্শ্ববর্তী দেশের অবস্থা জানতে পারলে ভাল হতো।	(ক) ECNCST-এর সভাপতির স্বাক্ষরে অনুরূপ পত্র পুনরায় প্রেরণ করা হবে। (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভব্য দাতা / দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধি নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হবে। (গ) তহবিল থাকা সাপেক্ষে পার্শ্ববর্তী দু-তিনটি দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পর্যালোচনা করা হবে।	
	(গ) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বন গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, BFRI গোল পাতা দিয়ে ভিনেগার প্রস্তুত করছে। এছাড়া ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে উন্নয়ন/সম্প্রসারণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্ণফুলী পেপার মিলকে সরবরাহ করা হচ্ছে।	(ক) NCST-৭ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করা হবে এবং জন কল্যাণার্থে বন বিষয়ক গবেষণা অব্যহত রাখতে হবে।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

	(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গাজীপুর জেলায় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	এ বিষয়ে আইসিটি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তফা জব্বার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক পূর্বে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু এখনও ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। শিক্ষা সচিব ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান জটিলতার কথা উল্লেখ করলে জনাব মোস্তফা জব্বার গাজীপুর হাইটেক পার্কের অভ্যন্তরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সভাপতি বলেন, আইসিটি বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বিটিসিএল এর জমি পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে টিএনটি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	(ক) গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গাজীপুর হাইটেক পার্কের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	(ক) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (খ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সচিব, আইসিটি বিভাগ
৪.	প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠান	NCST ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রনয়নের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় খসড়া আইনটি উপস্থাপন করা হয়। সভার সভাপতি বলেন, খসড়া আইনে বর্ণিত প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হবে কিনা কিংবা এর কার্যাবলী কি হবে কিংবা এটির প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কোনটি হবে, সে বিষয়ে আরও আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন আছে। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি এনসিএসটি সভায় উপস্থাপন এবং তার পূর্বে একটি সভা করে খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করা সমীচীন হবে।	প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রণীত খসড়া আইন পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি ইন-হাউজ সভার আয়োজন করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র)
৫.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ –এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ এর আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয়ক অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র) সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ অনুসারে স্বল্প মেয়াদী ,মধ্যে মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী মোট ২৪৬ টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১৫ টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১১ টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। সদস্য সচিব বলেন, ২৪৬ টি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব আছে-এগুলোর সর্বশেষ অবস্থা জানা থাকলে ভাল হতো। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পুন প্রেরণপূর্বক তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ অনুসারে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা পুনরায় সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করা হবে এবং ৬ মাস অন্তর অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র)

৬.	NCST-এর সভা অনুষ্ঠান	কমিটির সচিব বলেন, NCST-এর জন্য সভা গত ৪/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি NCST-এর একটি সভা আয়োজনের প্রস্তাব করেন । সভার সভাপতি বলেন, এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা সমীচীন হবে।	NCST-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র)
৭.	বিবিধ	ECNCST-এর সভা আয়োজনের বিষয় সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, ECNCST-এর সভা ২৯/১০/২০১৪-এরপর অদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, দেড়-দু'বছর পর সভা অনুষ্ঠিত হলে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে যায়। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় অনুরূপ মত পোষণ করেন। সভাপতি বছরে একবার সভাটি আয়োজনের বিষয়ে মত পোষণ করেন।	ECNCST-এর সভা বছরে অন্তত একবার আয়োজন করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব(বিপ্র)

৭। সবশেষে সভাপতি সভায় আগত সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/১১/১৫

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়